কালের কণ্ঠ

তারিখ 21 JAN 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

একুশে বইমেলা বসছে সোহরাওয়ার্দীতেই

আজিজুল পারভেজ ও নওশাদ জামিল

- স্থানান্তরের সিদ্ধান্তে মিশ্র প্রতিক্রিয়া
- একই স্থানে ২০ দিন পর ঢাকা বইমেলা

বাংলা একাডেমি-সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই বসছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা। একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে মহান ভাষাশহীদদের স্মরণে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে গড়ে ওঠা এ মেলা প্রায় চার দশক পর প্রথমবারের মতো একাডেমি প্রাঙ্গণের বাইরে যাচ্ছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের যে স্থানে একুশের বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে, ২০ দিন পর একই স্থানে অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা বইমেলা।

বাঙালির এ প্রাণের মেলা বাংলা একাডেমির বাইরে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কি না, দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা বিতর্কের মাঝেই এবার বইমেলা বাইরে নিয়ে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো। ফলে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

গতকাল সোমবার বাংলা একাডেমিতে সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তমন্ত্রণালয় সমন্বয় সভায় বইমেলাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঠিক কোন স্থানে বইমেলা হবে, তা সরেজমিন পরিদর্শন করে নির্ধারণ করা হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়। সংস্কৃতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে মেলা কমিটির আজ মঙ্গলবার স্থান পরিদর্শনে যাওয়ার কথা রয়েছে।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মেলা নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলেও এখনো ওই স্থানের অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে। মেলা কমিটির আহ্বায়ক একাডেমির পরিচালক শাহিদা খাতুন জানিয়েছেন, বাংলা একাডেমি-সংলগ্ন রাস্তায় বইমেলার স্টল দেওয়ার জন্য অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। এখন নতুন করে গণপূর্ত বিভাগ ও সিটি করপোরেশনের কাছে আবেদন করা হবে।

১ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে বইমেলা। এ স্বল্প সময়ের মধ্যে নতুন স্থানে মেলা আয়োজন সম্ভব হবে কি না জানতে চাইলে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান জানান, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের আয়োজনে ২৮ মার্চ থেকে যে ঢাকা বইমেলা হওয়ার কথা, সেটার প্রস্তুতি তাঁরা নিয়ে রেখেছেন। সুতরাং এ সময়ের মধ্যে আয়োজনে কোনো সমস্যা হবে না। শামসুজ্জামান খান মেলা স্থানান্তরের সিদ্ধান্তকে ঐতিহ্যের বিস্তার হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, নতুন বই আর প্রকাশকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। মেলায় আগ্রহী পাঠক-ক্রেতার সংখ্যাও বাড়ছে। কিন্তু একাডেমির ভেতরে এবার জায়গার পরিসর কমেছে। তাই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মেলা আয়োজন সময়ের দাবি ছিল। তিনি আরো বলেন, মেলাটি আয়োজিত হয় মহান ভাষা সৈনিকদের স্মরণে। আর এ ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই এসেছে মহান মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণ দেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্পর্ক রয়েছে। তাই সেখানে বইমেলা আয়োজিত হলে একুশ আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অপূর্ব সম্মিলন ঘটবে। মেলার তাৎপর্য আরো বাড়বে।

প্রকাশকরাও এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি ওসমান গনি বলেন, 'আমরা অনেক খুশি। কারণ আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়িত হয়েছে। আশা করি, এবারের মেলা ইতিহাসের সবচেয়ে সফল মেলা হিসেবে বিবেচিত হবে।'

তবে সমন্বয় কমিটির বৈঠকে মেলা কমিটির সদস্য সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক হাসান আরিফ মেলা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে আপত্তি জানান। তাঁর মতে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মেলা করার পরিবেশ নেই। তা ছাড়া, এ মেলা একুশের চেতনাবহ মেলা, এটিকে একাডেমির বাইরে নেওয়া ঠিক না।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গোলাম কুদ্দুছ বলেন, এই মেলা আমাদের ঐতিহ্য ও আবেগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই মেলা স্থানান্তরের ফলে এটি এখন শুধুই বই ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হবে।

বাংলা একাডেমির একজন কর্মকর্তা নতুন সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, একই অবকাঠামোতে যাতে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ঢাকা বইমেলা আয়োজন করা যায়, তারই স্বার্থে একটি মহলের ষড়যন্ত্রে ঐতিহ্যবাহী একুশে বইমেলাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এদিকে, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের আয়োজনে ঢাকা বইমেলা গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও বিরোধী দলের হরতাল-অবরোধের কারণে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। আগামী ২০ মার্চ এই মেলা রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের উদ্বোধন করার কথা রয়েছে।

এবার লেখককুঞ্জ থাকছে না : নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বসবে সব পেশাদার প্রকাশকের মেলা। সেখানে ২৬২টি প্রতিষ্ঠানের স্টল বসানোর কথা রয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে। এই মঞ্চ হবে সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। একাডেমি প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের স্টল বসবে। লিটল ম্যাগাজিন চত্বরও থাকবে এখানে। বরাবরের মতো বটতলায় নজরুল মঞ্চেই হবে নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন।

তবে এবার কোনো লেখককুঞ্জ থাকছে না। এ প্রসঙ্গে একাডেমির মহাপরিচালক জানান, লেখককুঞ্জ নিয়ে অভিজ্ঞতা ভালো না। কোনো প্রকৃত লেখক সেখানে যান না। সেখানে যা হয় তা সমর্থন করা যায় না।

এবার আসছেন জার্মান অতিথি : ১ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বইমেলা উদ্বোধন করবেন। বিগত কয়েক বছরের রীতি অনুসারে এবার বিদেশি বিশেষ অতিথি হয়ে আসার কথা জার্মান পণ্ডিত আঙ্গ হার্ডারের। তিনি একজন রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ। তিনি বাংলাপ্রেমিক, বাংলা ভাষায় কথাও বলতে পারেন বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি একাডেমির বটতলায় মাত্র ৩২টি বই নিয়ে একাই বইমেলার আয়োজন করেছিলেন 'মুক্তধারা' প্রকাশনীর চিত্তরঞ্জন সাহা।

ঘাসের ওপরে চট বিছিয়ে বই নিয়ে বসেছিলেন তিনি। যুদ্ধের পর স্বাধীন দেশে এটাই ছিল প্রথম বইমেলা। ১৯৭৬ সালে এসে মেলায় যোগ দেন অন্য প্রকাশকরা। বিভিন্ন সময়ে স্থান সংকটের কারণে মেলা স্থানান্তরের চিন্তাভাবনা হলেও তা প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়ে। স্থান সংকটের কারণে বিভিন্ন সময়ে বাংলা একাডেমি সংলগ্ন রাস্তাকে মেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৪

একুশে বইমেলা বসছে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর